স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সংক্ষিপ্ত সার

পল্লী ভবন
৫, কাওরান বাজার
ঢাকা

প্রেক্ষাপটঃ

- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃ ৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কয়েকটি দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয় নের উদ্দেশ্যে "Asian Survey

on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়;

- ❑ বাংলাদেশসহ আটটি দেশে পর্যবেক্ষণ শেষে এ ষ্টাডি প্রজেক্ট থেকে ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারগুলোর কাছে গ্রহণকারী ব্যবস্থা ও প্রদানকারী ব্যবস্থার সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়;
- ❑ উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৭৫-১৯৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Small Farmers and Landless Laborers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়;
- ❑ প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে BARD–এর আওতায়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ও আরডিএ, বগুড়ার আওতায় কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার সদর উপজেলাসমূহে বাস্তবায়ন শুরু হয়;
- ❑ **এ প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 'জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সূচনা হয়; এবং**
- ❑ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রথম মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯-২০০৪ পর্যায়ের মেয়াদ শেষে এ প্রকল্পটিকে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । এরই ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক গঠিত টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় প্রকল্পটি ২০০৫ সালে গ্যারান্টি দ্বারা 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ' নামে লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় ।

উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমঃ

উদ্দেশ্য

- ❑ দারিদ্র্য বিমোচনে আয় ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন।

কার্যক্রম

- ❑ কেন্দ্রভিত্তিক সদস্যদের সংগঠিতকরণ (শতকরা ৯৬ ভাগ নারী);
- ❑ জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
- ❑ সঞ্চয় আমানত ও নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❑ দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ; এবং
- ❑ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার কল্যাণসহ অন্যান্য উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান।

সাংগঠনিক কাঠামো

- ❑ সাধারণ পর্ষদঃ ১১ সদস্য বিশিষ্ট
- ❑ পরিচালনা পর্ষদঃ ০৭ সদস্য বিশিষ্ট

  উভয় পর্ষদের সভাপতি হলেন পদাধিকার বলে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
- ❑ নির্বাহী প্রধানঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
- ❑ কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যাঃ

  মহাব্যবস্থাপক, উপ–মহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক , উপজেলা ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মকর্তাসহ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বমোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা প্রকল্পের নবসংযোজিত ১৭৫ জনসহ ৪৭৯ জন।

বেতনভাতা সংক্রান্তঃ

- সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও সরকার এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বেতন–ভাতা প্রদান করে না। ফাউন্ডেশনকে নিজের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকতা–কর্মচারীদের বেতন–ভাতাসহ প্রতিমাসে সংস্থাপন ও পরিচালন খাতে প্রায় ৮৫.০০ লক্ষ টাকা মাসিক ব্যয় হয়ে থাকে।
- সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য ১১% সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। এর ৩ ভাগ অংশ প্রবৃদ্ধির জন্য রেখে ৭ ভাগ থেকে ৪৭৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে।
- বেতনভাতা খাতেও প্রথম থেকেই সমস্যা সৃষ্টি হ য় এবং প্রতিষ্ঠানটি রুগ্ন হয়ে পড়ে । বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দাঁড়াবার সক্ষমতা অর্জন করেছে । তবে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাবার জন্য কমপক্ষে পঁ চিশ কোটি টাকা সরকারের আর্থিক মঞ্জুরির প্রয়োজন ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ এপ্রিল'২০১৮ পর্যন্ত (চলমান প্রকল্পসহ)

- প্রকল্প ও সাহায্য মঞ্জুরি উৎস থেকে প্রাপ্ত মূল আবর্তক ঋণ তহবিলঃ ১২১.৯৬ কোটি টাকা
- কেন্দ্র গঠনঃ ৫৮৫০টি
- ক্রমপুঞ্জিত সদস্যভুক্তিঃ ১,৭০,১১৯জন
- সদস্যদের ক্রমপুঞ্জিত পুঁজি গঠনঃ ৫৬.৪৬ কোটি টাকা
- সদস্যদের আমানতকৃত পুঁজি স্থিতিঃ ২৪.৮১ কোটি টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (আসল)ঃ ৬৬৫.২৬কোটি টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় (আসল)ঃ ৫৩৯.৪৫ কোটি টাকা
- বিনিয়োগ স্থিতি (আসল)ঃ ১২৬.১৪ কোটি টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হারঃ ৯৫. ১৭%
- সুফলভোগী প্রশিক্ষণঃ ১৩,৬১৭ জন
- কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণঃ ১৭০৫ জন

প্রকল্প কার্যক্রমঃ

চলমানঃ

- বর্তমানে ফাউন্ডেশনে ৬৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- ''ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়)'' শীর্ষক ফাউন্ডেশনের প্রকল্প টি দেশের ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- জেলাসমূহ হলোঃ পঞ্চগড়, রংপুর, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভী বাজার ও সুনামগঞ্জ জেলা

ফাউন্ডেশনের চ্যালেন্জসমূহঃ

- ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনভাতার জন্য সরকার অর্থ প্রদান করে না । সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আবর্তক ঋণ তহবিলের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের ১১% সার্ভিস চার্জের ৭% সার্ভিস চার্জ দিয়ে কর্মকতা/কর্মচারীদের বেতনভাতা ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না।
- প্রয়োজনীয় ঋণ তহবিল ও জনবলের অভাবে প্রত্যেকটি উপজেলা ইউনিটকে আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে পরিচালনা করা খুবই দুরূহ।
- ফাউন্ডেশন সরকারী বেতন স্কেল অনুসরণে কর্মকতা/কর্মচারীদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করে থাকে । সরকার কর্তৃক ঘোষিত নূতন বেতন স্কেল –২০১৫ অনুসরণে কর্মকতা/কর্মচারীদের বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করা কোনভাবেই সম্ভব হবে না। এমনকি সরকারি মহার্ঘ্য ভাতার অনুসরণে কর্মকর্তা–কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করাও সম্ভব হয়নি।
- এমতাবস্থায় ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন স্কেল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে বেতন–ভাতার জন্য টাস্ক ফোর্সের সুপারিশকৃত অর্থের সমপরিমান অর্থ সরকার থেকে পাওয়া গেলে কর্মকতা–কর্মচারীদের কিছু বেতন বৃদ্ধি সম্ভব হতো।

কার্যক্রম জোরদার করণে কতিপয় বিবেচ্য বিষয়ঃ

- ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সরকারি অনুদানে মাত্র ১০ .০০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল নিয়ে প্রকল্পের ৫৪টি উপজেলায় শুরু করার ফলে বিনিয়োগকৃত মুলধন প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ এবং জনবলের বেতন–ভাতা ও পরিচালন ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। ফলে জনবলের অভাবে খেলাপি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়া সিডর ও আইলায় আক্রান্ত এলাকাসমূহে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক বছর করে ঋণ আদায় কার্যক্রম স্থগিত রাখার ফলে সেসব এলাকায় বিনিয়োগকৃত অর্থ খেলাপি হয়ে যায়। এ পর্যন্ত ক্রমপুন্জিত বিনিয়োগের তুলনায় ক্রমপুন্জিত আদায়ের পরিমান অনুযায়ী খেলাপি ঋণের পরিমান ৭% হলেও বর্তমানে মাঠে নিট বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে তা ৩০ ভাগের বেশি ছাড়িয়ে গেছে। পুঁজি ও জনবল স্বল্পতা, সিডর ও আইলার কারণ ছাড়াও এজন্য মাঠ পর্যায়ে এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকতা–কর্মচারীর অর্থ আত্মসাতের প্রবণতা বহুলাংশে দায়ী। এজন্য ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে ৪০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকতার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ও হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায়ের জন্য ফৌজদারী মামলাও করা হচ্ছে। যেহেতু বর্তমানে চলমান আবর্তক ঋণ বিনিয়োগের জন্য পুঁজি স্বল্পতা রয়েছে সেহেতু এর পাশাপাশি ২ ০.০০ কোটি টাকা বিশেষ আবর্তক ঋণ তহবিল এবং বেতনভাতা বৃদ্ধিজনিত কারণে এ খাতে পঁচিশ কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুরি পাওয়া গেলে ফাউন্ডেশন প্রবৃদ্ধির পথে যাত্রা করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

- ফাউন্ডেশনের "Memorandum and Articles of Association" অনুসারে দেশের সকল উপজেলায় ফাউন্ডেশনের কার্য ক্রম সম্প্রসারণের ব্যব স্থা রয়েছে । বর্তমানে ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলায় কার্য ক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হলে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।